The Business Standard

ECONOMY

TBS Report

28 June, 2020, 10:15 pm

28

SHARES

MPs urge finance minister to reform tobacco tax

They seek an extra Tk11,000 crore by raising taxes on tobacco products to tackle the financial and healthcare challenges posed by the Covid-19 outbreak

Photo: Reuters

Several Members of Parliament (MPs) have urged Finance Minister AHM Mustafa Kamal to reform the tax structure of tobacco products.

They sought an extra Tk11,000 crore in the upcoming fiscal year through this reform to tackle the financial and healthcare challenges posed by the Covid-19 outbreak.

The MPs sent a budget reaction letter to the finance minister with a set of proposals to impose higher price and taxation on tobacco products in the proposed budget for the fiscal year 2020-2021.

The lawmakers, including Chair of Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Foreign Affairs Muhammad Faruk Khan MP, Fazle Hossain Badsha MP, and Dr Md Habibe Millat MP proposed this demand.

They said that if the tax structure proposed by the health ministry is passed, the government would earn an extra Tk11,000 crore in the next fiscal year.

The MPs also proposed lowering the number of cigarette price slabs from four to two, said a press release issued by Dhaka Ahsania Mission on Sunday.

They also urged the finance minister to impose an extra 3 percent surcharge on every retail price of all tobacco products due to Covid-19 and impose a stricter prohibition on e-cigarettes.

https://tbsnews.net/economy/mps-urge-finance-minister-reform-tobacco-tax-99283

bdnews24.com

তামাকের কর আরও বাড়ানোর পরামর্শ ৭ সংসদ সদস্যের

2020-06-28 23:17:58
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

তামাকজাত দ্রব্যের বর্তমান কর কাঠামোর পরিবর্তন করে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়িয়ে তা করোনাভাইরাস মহামারীর এই সময়ে জনস্বাস্থ্যে ব্যয় করার পরামর্শ দিয়ে অর্থমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছেন সাতজন সংসদ সদস্য।

এই সাত সংসদ সদস্যের ছয়জনই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সদস্য। তারা হলেন মুহাম্মদ ফারুক খান, হাবিবে মিল্লাত, আয়েন উদ্দিন, ওয়াসিকা আয়শা খান, অপরাজিতা হক ও মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী। তাদের সঙ্গে রয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা।

তাদের চিঠির খবর জানিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, “এই সাত সংসদ সদস্যের অনুরোধ রক্ষা হলে করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সরকারকে আর অন্য দিকে তাকাতে হবে না। অতিরিক্ত ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় দিয়ে সরকার তা সহজে মোকাবেলা করতে পারবে।”

অর্থমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক পণ্যের কর বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হয়েছিল গত ১১ জুন সংসদে পেশ করা প্রস্তাবিত বাজেটে তার প্রতিফলন না থাকায় হতাশ হতে হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট পাস হলে তামাক কোম্পানিগুলো বিনা ব্যয়ে বেশি মুনাফার সুযোগ পাবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকে শুল্ক বৃদ্ধির হার নিয়ে চিঠিতে বলা হয়, এতে সরকারের রাজস্ব আয় খুব বেশি বাড়বে না; বরং শুল্ক না বাড়িয়ে দাম বাড়ানোর ফলে তামাক কোম্পানিগুলো বিনা ব্যয়ে আরও বেশি মুনাফা করার সুযোগ পাবে।

“জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট শুল্ক আরোপ, সিগারেটের চারটি স্তর থেকে দুইটিতে নামিয়ে আনার যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, প্রস্তাবিত বাজেটে

তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। এটা করা হলে সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে অতিরিক্ত ১১হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারে।”

সাতজন সংসদ সদস্যই সিগারেটের চারটি স্তর দুটিতে নামিয়ে আনা, সব তামাকপণ্যের উপর কোভিড-১৯ নামে শতকরা ৩ শতাংশ সারচার্জ আরোপ, ই- সিগারেটের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আারোপ করাসহ বিড়ির উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপের অনুরোধ জানিয়ে তা বাজেটে পাস করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

এদিকে ‘শুদ্ধ জ্ঞানেই সঠিক যত্ন হবে, জ্ঞানের আলোয় মাদক দূরে রবে’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস পালন করেছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন।

এ দিবস উপলক্ষে রোববার এক ভার্চুয়াল অলোচনায় সভায় বক্তারা মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মানসে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

আলোচনা সভায় অংশ নেন সংসদ সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী, রংপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. আবদুল আলীম মাহমুদ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যুগ্ম পরিচালক মু. নুরুজ্জামান শরীফ।

https://m-bdnews24-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bdnews24.com/amp/bn/detail/bangladesh/1774895?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&fbclid=IwAR2BWKelu_RabwAJkHWjyfZKSuOyAk6IOaSuKS0cEf3VekKUmR7CBhFlFyg&amp_js_v=0.1#aoh=15933670137405&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তামাকজাত দ্রব্যের বর্তমান কর কাঠামো পরিবর্তনের অনুরোধ সংসদ সদস্যদের

অনলাইন ডেস্ক১৭:০১, ২৯ জুন, ২০২০| পাঠের সময় : ৩ মিনিট

ঢাকা আহসানিয়া মিশন

করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে বিভিন্ন সংসদ সদস্য প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকজাত পণ্যের 'মূল্যবৃদ্ধি ও কর' নিয়ে পরিকল্পনার ওপর প্রতিক্রিয়া

জানান এবং বাজেট পুনর্বিবেচনায় এনে যথাযথ সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানান।

সম্প্রতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে উচ্চহারে তামাকের কর ও দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবনায় অর্থমন্ত্রী বরাবর বাজেট প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পত্র প্রেরণ করেন গোপালগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মুহাম্মদ ফারুক খান, রাজশাহী-২ আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রফেসর ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, রাজশাহী-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. আয়েন উদ্দিন, মহিলা আসন-০৭ সংসদ সদস্য ওয়াসিকা আয়শা খান, মহিলা আসন-২০ সংসদ সদস্য অপরাজিতা হক এবং মহিলা আসন-৪৫ সংসদ সদস্য মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী।

বাজেট প্রতিক্রিয়া পত্রের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ জনস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নে সিগারেটের মূল্যস্তর ৪টি থেকে ২টি নির্ধারণ, একীভূত নতুন নিম্নস্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ন্যূনতম ৬৫ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; একীভূত নতুন প্রিমিয়াম স্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য নূন্যতম ১২৫ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার অনুরোধ জানান।

তারা ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৪০ টাকা নির্ধারণ করে ৫০% সম্পূরক শুল্ক ও ৬.৮৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করে ৫০% সম্পূরক শুল্ক এবং ৫.৪৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার জন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পেশ করেন।

এ ছাড়াও সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ৩% কোভিড-১৯ সারচার্জ আরোপ করা ও ই-সিগারেটের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কথা জানান।

প্রতিক্রিয়ায় সংসদ সদস্যগণ আরো বলেন, সার্বিকভাবে প্রস্তাবিত তামাক কর ও মূল্য বৃদ্ধির পদক্ষেপ অতিরিক্ত রাজস্ব আহরণ, অকাল মৃত্যুরোধ এবং করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাসে কোনো ভূমিকা রাখবে না, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকখাত থেকে সরকারের রাজস্ব আয় খুব বেশি বাড়বে না; বরং শুল্ক না বাড়িয়ে দাম বাড়ানোর ফলে তামাক কোম্পানিগুলো বিনা ব্যয়ে আরো বেশি মুনাফা করার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়ন না করলে সরকার অতিরিক্ত ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের সুযোগ হারাবে।

উল্লেখ্য, করোনা মহামারীর এই সময়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছিলো। যেখানে তামাক দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট শুল্ক আরোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর চারটি থেকে কমিয়ে দুইটিতে নামিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু, প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেটের নিম্নস্তরের ১০ শলাকার প্যাকেটের দাম ২ টাকা (৫.৪%) ও সম্পূরক শুল্ক মাত্র ২% বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর উচ্চস্তর ও প্রিমিয়াম স্তরে প্রতি ১০ শলাকার প্যাকেটে গত বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৪.৩% ও ৪.০৬% দাম বৃদ্ধি করা হলেও শুল্ক বাড়ানো হয়নি। মধ্যম স্তরে দাম ও শুল্ক কোনটারই পরিবর্তন আসেনি। ফলে মাথাপিছু আয় ও মূল্যস্ফীতির তুলনায় দাম বৃদ্ধি না পাওয়ায় সিগারেট/তামাকজাত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পাবে। তাছাড়া নিম্নস্তরে খুবই সামান্য শুল্ক বাড়ায় তা রাজস্ব আয়ে কিছুটা ভূমিকা রাখলেও, অন্য স্তরে শুল্ক না বাড়ায় তাতে তামাক কোম্পানিগুলো লাভবান হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মতে, ধূমপায়ীদের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি অনেকগুণ বেশি। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন অস্বাভাবিকহারে বাড়ছে। এখনই উপযুক্ত সময় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করার, বিশেষত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় সীমিত করা, তামাকের কর বৃদ্ধির মাধ্যমে এসকল দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ও তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে নিয়ে যাওয়া। তাহলে এই মহামারিতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে এবং উল্লেখিত প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা হলে প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে এবং সরকারের অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে ১১ হাজার কোটি টাকা।

https://www.ittefaq.com.bd/capital/162274/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0